ভোরের কাগজ

তারিখ ... 29 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ...২৪... কলাম ...৬...

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক

পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছি এখন চেষ্টা শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়ম দূর করা

পূর্বাঞ্চল প্রতিনিধি : শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, শত দারিদ্র্য ও শত ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্জন হয়েছে। নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এ বছর সাড়ে ৬শ কোটি টাকা উপবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। তবে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ছাত্রীরা শতকরা ৭৫ দিন স্কুলে উপস্থিত না থাকলেও তাদেরকে উপস্থিত দেখানো হয়। শতকরা ৪৫ নম্বর না পেলেও ছাত্রীদের তা দিয়ে দেওয়া হয়।

মন্ত্রী বলেন, এই অনিয়ম তদন্ত করার জন্য সারা দেশের স্কুলগুলোতে পেশাদার অডিটর দিয়ে অডিট করা হবে। এতে দুর্নীতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট স্কুল, শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও ব্যাংকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গতকাল বুধবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাবেরা সোবহান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের ফলক উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথাগুলো বলেন।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট হারুন আল রশিদ এমপি, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাজী এমরানুর রেজা প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছি। এখন শিক্ষা ব্যবস্থার সকল অনিয়ম দূরীকরণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, গত বছর সারা দেশের ১ হাজার ৩৭৫টি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার একটি ছাত্রছাত্রীও পাস করতে পারেনি। অথচ শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন নিয়েছেন একশ পাঁচ কোটি টাকা। তা হতে দেওয়া হবে না। তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, স্কুল-কলেজের এমপিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। প্রতিষ্ঠানের ফলাফল খারাপ হলে এমপিও বাতিল করে দেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী স্থানীয় জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের দাবি সাবেরা সোবহান স্কুলের সামনের পুকুরটি অধিগ্রহণ করার ঘোষণা দেন। শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক এমপি এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি অনার্স কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ ও সুহিলপুর হারুন আল রশিদ মহাবিদ্যালয়ে পৃথক তিনটি সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন